১০০ দিনের টাকা দিতে অভিষেকের নির্দেশে শ্রমিক সহায়তা ক্যাম্প তৃণমূলের

বঞ্চিতদের বকেয়া মেটাতে শুরু শিবির

স্টাফ রিপোর্টার : ১০০ দিনের কাজে ২৭ লক্ষ শ্রমিকের টাকা বকেয়া কেন্দ্রের কাছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বঞ্চিত সেই শ্রমিকদের টাকা মেটাবে। তার জন্য রবিবার থেকেই নাম লেখানোর সহায়তা শিবির চালু করে দিল শাসক দল। রবিবার থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই শিবির চলবে বলে জানিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথামতোই এদিন থেকে রাজ্যজুড়ে প্রায় সাড়ে তিন হাজার সহায়তা শিবির চালু হয়ে গেল। যা নিয়ে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য কেন্দ্রের সরকারকে নিশানা করেন। বলেন, "কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের টার্গেট বাংলা। বাংলাকে তারা প্রথম থেকে বঞ্চিত করে চলেছে। এতবার আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বাংলার বঞ্চিত মানুষের কথা সরকারকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বলার পরও তারা বাংলাকে বঞ্চিত করে চলেছে। আর মানুষের সেই বকেয়া টাকা, হকের টাকা মেটাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর থেকেই বোঝা যায় জনকল্যাণ কে করেন।"

শুধু শিবির চালুই নয়, এই শিবিরে প্রতিদিন মন্ত্রী-বিধায়ক বা সাংসদদের আগামী ১৫ দিন ধরে দুবার করে পরিদর্শনের কথা বলা হয়েছে। বিধায়ক এবং সাংসদরা নিজেদের এলাকায় পাঁচটি করে এমন শিবির পরিদর্শন করবেন। সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শিবির চালু থাকবে। ৮ দিনে অন্তত ৩০ বার এই পরিদর্শন চলবে। যার একমাত্র কারণ, তৃণমূল যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার পালন কথামতো হচ্ছে কি না সেদিকে নজর রাখা। সব থেকে জরুরি বিষয়, যে উদ্দেশ্যে এই শিবির বসানো, সেই কাজ হচ্ছে কি না। কারণ, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ১ মার্চ ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকবে। সেই কাজে কোনও ফাঁক যাতে না থাকে তার জন্যই এত কড়া নজরদারি। কথা দিয়ে তা রাখলে খুব স্বাভাবিকভাবেই মানুষের আরও বিশ্বাস অর্জন করে নেবে শাসকদল। ফলে নিবিড় জনসংযোগও তৈরি হবে। রাজারহাটের খড়িবাড়ি এলাকার শিবিরে এদিন যেমন নিজে গিয়ে বঞ্চিতদের জন্য ফরম নিজে হাতে পূরণ করে দিয়েছেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। নদিয়ার চাপড়া, হাতিশালার বিভিন্ন শিবির পরিদর্শন করেন মহুয়া মৈত্র। সেখানে জনতার সঙ্গে কথা বলে তাঁদের কারও কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না তা জেনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন প্রত্যেকেই।

রাজারহাট খড়িবাড়ির ক্যাম্পে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। রবিবার।

নদিয়ার চাপড়ায় ক্যাম্পে প্রাক্তন সাংসদ মহুয়া মৈত্র। রবিবার।

দলের এক্স হ্যান্ডলে এদিনের শিবির শুরু নিয়ে অভিষেকের মন্তব্য উদ্ধৃত করে দেওয়া হয়। সঙ্গে লেখা হয়, 'আমরা কথা দিলে কথা রাখি। ১০০ দিনের কাজের শ্রমিকদের রাজ্যজুড়ে শিবির হচ্ছে। একবার নাম নথিভুক্ত করার কাজ হয়ে গেলে, ঠিক সময়মতো নির্ঝঞ্ঝাটে প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে যাবে।' এই সহায়তা শিবিরে তৃণমূল নেতৃত্ব ঠিক কোন কাজটা করবেন? বকেয়া প্রাপকদের ফরম পূরণ করতে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেই কাজটা। এই টাকা পাওয়া নিয়ে কারও কোনও সমস্যা থাকলে, কোনও প্রশ্ন থাকলে, তারও নিরসন করা হবে। তার পাশাপাশি কোন কোন নথি এর সঙ্গে দরকার, তা-ও নিশ্চিত করে জানিয়ে দেওয়া হবে। জরুরি সরকারি বার্তা থাকলে তা নিয়েও সচেতন করে দেওয়া হবে। যার অর্থ, সরকার এবং এই বঞ্চিত শ্রমিকদের মধ্যে দূরত্ব মেটানো, ফাঁক পূরণ করা। সেই কাজটাই এই শিবিরগুলি ঘুরে ঘুরে করবে তৃণমূল নেতৃত্ব।

মুর্শিদাবাদের কান্দির বিধায়ক এমনই শিবির পরিদর্শনে গিয়ে বলেন, "২ বছরেরও বেশি সময় ধরে যে মানুষগুলি তাঁদের হকের পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন, তাঁদের সহযোগিতা করতেই তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এই সহায়তা কেন্দ্রগুলি স্থাপন করা হয়েছে। কেউ যাতে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত না হন, সেটা নিশ্চিত করাই আমাদের কর্তব্য।" পূর্বস্থলী দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন দেবনাথের অভিযোগ, "কেন্দ্রের সরকার বলছে আমরা নাকি ইউসি জমা করিনি। যদিও রাজ্যের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অনেক আগেই সেগুলি জমা করা হয়েছে। তার পরও কেন্দ্র আমাদের হকের টাকা মেটায়নি।" ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্রর কথায়, "বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়াতেই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মা-মাটি-মানুষের সরকারের মাধ্যমে বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেবেন। ১ মার্চ থেকে সেই টাকা বঞ্চিতদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছবে। তা যাতে মসৃণভাবে হয় তার জন্যই আমরা দলের নির্দেশে এভাবে শিবির পরিদর্শন করছি।"